যুগান্তর

তারিখ ... 20 AUG 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পার্বত্য অঞ্চলে প্রাথমিক স্তরে ড্রপ আউটের হার ৬০ ভাগ

সেমিনারে তথ্য

যুগান্তর রিপোর্ট

পার্বত্য অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ড্রপ আউটের হার ৬০ ভাগ। মোট শিশুর ৪০ ভাগ কখনও স্কুলেই যায় না। আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য একই ভাষাভাষীর শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তক হতে হবে মাতৃভাষায়। এছাড়া শিশুদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করা সম্ভব নয়। ড্রপ আউট বন্ধ বা শিশুকে স্কুলে আগ্রহী করাও সম্ভব নয়। শিশুদের কাছে বাংলা দুর্বোধ্য মনে হয়। যে কারণে শুধু ড্রপ আউট নয়, শিশুদের স্কুলগমনও আশংকাজনক হারে কমে যায়। তারা বলেন, প্রাথমিক স্তরে বিশেষ করে দরিদ্র, আদিবাসী, প্রতিবন্ধী শিশুদের ড্রপ আউট নয়, 'কিকআউট' করা হচ্ছে শিক্ষা থেকে। অথচ শিক্ষকদের সামান্য যত্নই তাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে।

রোববার রাজধানীতে 'শিক্ষা সুযোগ না অধিকার : আদিবাসী শিশুর বক্তব্য' শীর্ষক এক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন। বিশ্ব আদিবাসী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আট দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সমাপনী উপলক্ষে এই সেমিনারের আয়োজন করে আদিবাসী অধিকার আন্দোলন ও আমার ডিপন কমিউনিকেশন্স। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টের পরিচালক ড. মনজুর আহমেদের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহযোগী অধ্যাপক মেসবাহ কামালের সঞ্চালনে এতে আলোচনায় অংশ নেন সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক অধ্যাপক সাদেহ মতিন, গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পের পরামর্শক আনস হাবিবুর রহমান, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের সভাপতি অনিল মারান্ডি, ডিএফআইডি কর্মকর্তা ফয়াদে রাব্বানী, ইউনিসেফের সাইদুল হক মিন্টু, খাসি নারী নিরোলা তনসং, এথনিক কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের নির্বাহী পরিচালক লক্ষ্মীকান্ত সিং, সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে'র মতিউর রহমান, তারেক আহমেদ ও আরডিসি'র পরিচালক জান্নাত-এ-ফেরদৌসী।

সেমিনারে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা কার্যক্রম' ও 'আদিবাসী শিশুর শিক্ষা : পাঁচবিবি উপজেলার অভিজ্ঞতা' শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। প্রথম প্রবন্ধটি লিখেছেন মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা ও বিক্রম কিশোর বীমা এবং দ্বিতীয়টি উপস্থাপন করেন ড. জিতেন্দ্রনাথ সরকার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত প্রবন্ধে বলা হয়েছে, প্রায় ৪০ ভাগ শিশু স্কুলেই যায় না কখনও। আর যারা ভর্তি হয় ভাষাগত সমস্যা, দারিদ্র্যসহ বিভিন্ন কারণে ৬০ ভাগ শিশু ড্রপ আউট হয়ে যায়। অন্য যারা টিকে থাকে, শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষায় না হওয়ায় তাদের অনেকেই এতে জীবনে কাজে লাগাতে পারে না। ফলে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি তা প্রকারান্তরে জাতির জন্য বোঝায় পরিণত হচ্ছে। তারা বিদ্যমান পাঠ্যপুস্তক সংশোধন বা সংস্কারের মাধ্যমে আদিবাসীদের সম্পর্কে লিখিত ত্রুটিপূর্ণ তথ্যগুলোর পরিবর্তে সঠিক তথ্য সন্নিবেশের দাবি জানান।

সেমিনারে বক্তারা সিলেটের চা শিল্প, জয়পুরহাটসহ সমতলের উপজাতিসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের উপজাতি ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার দৈন্যদশার করুণ চিত্র তুলে ধরেন।